যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ১৫/১১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ ০৬)

জমিতে ধানের গুণগত মান পরীক্ষা করছেন লক্ষ্মীপুরের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা আবদুর রহমান সোহাগ -যাযাদি

ধান চাষে আলোড়ন সৃষ্টি লক্ষ্মীপুরের সোহাগের

যায়যায়দিন

■ সাইফুল ইসলাম স্বপন, লক্ষ্মীপুর

আধুনিক হচ্ছে দেশের কৃষি। উদ্ভাবন হচ্ছে নতুন নতুন ধানের জাত। উচ্চফলনশীল জাতে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। নতুন বেশ কয়েকটি ধান চাষ করে এরই মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন লক্ষ্মীপুরের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা আবদুর রহমান সোহাগ। এ বছর তিনটি নতুন জাতসহ মোট ১২টি জাতের ধান পরীক্ষামূলকভাবেচাষ করেছেন তিনি। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ জাতের উচ্চফলনশীল ধান বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সোহাগ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার কুশাখালী ইউনিয়নের নলডগী গ্রামের ইব্রাহীম খলিলের ছেলে। তিনি লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের ডিগ্ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আট বছর ধরে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধান ছাড়াও সয়াবিন, সূর্যমুখী, সরিষা, তিল, ক্যাপসিকাম, চূড়াইফলসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করেন তিনি।

জানা যায়, এই বছরের জুন মাসে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (বৃ) উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহনশীল, উচ্চফলনশীল বোরো ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী- এমন তিনটি নতুন ধানের জাত অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি)। নতুন এই তিন জাত হলো- বৃ ধান-১১২, যা মাঝারি মেয়াদি রোপা আমনের জাত, এছাড়া লবণাক্ত জমির জন্য উপযোগী। বৃ ধান-১১৩ জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য উদ্ভাবিত এবং জনপ্রিয় জাত বৃ ধান-২৯ এর বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বৃ ধান-১১৪, যা ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী এবং দীর্ঘ জীবনকালীন বোরো জাত। এই নতুন তিন জাত লক্ষ্মীপুরে দুই একর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করেন আবদুর রহমান সোহাগ। ফলনও ভালো হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের যাচাই-বাছাইয়ের পর নতুন এ তিনটি জাত সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি।

এ ছাড়া গত বছর বোরো মৌসুমে নতুন জাত বৃ ধান-১০০, বৃ ধান-১০২, বৃ ধান-১০১, বৃ ধান-১০৮, বৃ ধান-১০৭, বৃ ধান-১০৫, বৃ ধান-১০৪ চাষ করে সে। এর মধ্যে বৃ ধান-১০৫ কে ডায়াবেটিস ধানও বলা হয়। এর চাল খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। বৃ ধান-১০০ জিং সমৃদ্ধ। এছাড়া আউস মৌসুমে বৃ ধান-৯৮, আমন মৌসুমে বৃ ধান-১০৩, বৃ ধান-৮৭, বৃ ধান-৯৪, বৃ ধান-৯৫ চাষ করেছেন সোহাগ। এদের মধ্যে বৃ ধান-১০৮ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং তার কাছ থেকে সারা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বৃজ সংগ্রহ করে। নতুন উদ্ভাবিত তিন জাতসহ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (বৃ) এখন পর্যন্ত মোট ১২১টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে আটটি হাইব্রিড জাত।

আবদুর রহমান সোহাগ জানান, ২০১৯ সাল থেকে তিনি কৃষির সঙ্গে জড়িত হন এবং ২০২১ সাল থেকে নতুন জাত নিয়ে কাজ করেন। বোরো, আমন ও আউস মৌসুমী পরীক্ষামূলকভাবে ধানের নতুন নতুন জাতগুলো তিনি চাষ করেন। নতুন জাতগুলো চাষ করে তিনি ব্যাপক ফলন পাচ্ছেন। স্থানীয় কৃষক আবদুস শহীদ বলেন, আমরা দীর্ঘদিন থেকে কৃষির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু কৃষিতে তেমন ভালো করতে পারছি না। সোহাগ আধুনিক কৃষির সঙ্গে জড়িত, এতে সে ভালো ফলন পাচ্ছে। আমরাও তার কাছ থেকে নিয়মিত পরামর্শ নিচ্ছি। সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হাসান ইমাম জানান, সোহাগ একজন আদর্শ কৃষক। সে প্রতি বছর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট থেকে নতুন যে জাতগুলো উদ্ভাবিত হয় সেগুলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক চাষ করেন। যে কোনো বিষয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। এরই মধ্যে নতুন জাতের ধানগুলো চাষ করে ভালো ফলন পাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (বৃ) মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ধান নিয়ে গবেষণা করে। সম্প্রতি আমরা তিনটি নতুন জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। যা পরীক্ষামূলকভাবে চাষ হচ্ছে। সব ভালো জাত। এখন প্রত্যেক জাতেরই ফলন বেশি। সোহাগদের মতো নতুন নতুন উদ্যোক্তারা আমাদের এ কাজে সহযোগিতা করছেন।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ১৫/১১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ০৪)

নিয়াজ মোহাম্মদ ফারহাত রহমান

পূর্বাভাসভিত্তিক ধান চাষে বদলে যাবে কৃষি

[illegible]

"Sustaining Agricultural Productivity through Weather Resilient Agricultural Practices" [illegible] Journal of the Science of Food and Agriculture [illegible]

[illegible]

[illegible]
niaz.sust@gmail.com